মুদ্রক :
মনোতোষ পোদ্দার
শশধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৩/১ হায়াৎ খাঁ লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী :
গণেশ বসু

প্রকাশক :
ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১
৯৪ সাউথ মালাকা, এলাহাবাদ-১
১১ ওক্ লেন, ফোর্ট, বোম্বাই-১

ভূমিকা

প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সাহিত্য এবং সংস্কৃতি মূলত আর্যগণের ভারতে পদধ্বনির পরে আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে এবং পূজা-অর্চনাদির মন্ত্র, উপাসনা পদ্ধতি এবং বিভিন্ন সময়ে রচিত ধর্মগ্রন্থাদি সবই কবিতা এবং সঙ্গীতের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছে। বেদ, উপনিষদ, শ্রীমদ্ভগবদ-গীতা প্রভৃতি অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থগুলির এবং রামায়ণ, মহাভারতের ন্যায় মহাকাব্যসমূহও কবিতা এবং সঙ্গীতের মাধ্যমেই রচিত হয়েছে। অনুরূপভাবে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই প্রভাব প্রাক্-চৈতন্য এবং চৈতন্যোত্তর কালেও সমভাবেই বিদ্যমান দেখা যায়। তৎকালীন বাংলভাষা মৈথিলী, মাগধী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার সহিত সংমিশ্রণে রূপান্তরিত হয়ে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পরিস্ফুট হয়েছে কবিতা ও সঙ্গীতের মাধ্যমে। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বৈষ্ণব পদাবলী, কীর্তন, মঙ্গলকাব্য, পাঁচালী প্রভৃতি কবিতার মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়।

বর্তমানে আধুনিক কবিতা, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ের শব্দ, ভাষা এবং ছন্দ সহ সমগ্র কাব্যগ্রন্থ এবং সঙ্গীতগুলির রচনাশৈলী বিপুলভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে রচিত আধুনিক কবিতাগুলি সাধারণ পাঠকগণের নিকট কিছুটা দুর্বোধ্য হয় বলে অনুমান করা যায়। বিভিন্ন কবি রচিত এই সব আধুনিক কবিতাগুলি সম্পর্কে পাঠকবর্গের মনোভাব বিষয়ে নানা পত্র-পত্রিকায় এবং সাহিত্য জগতেও আলোচিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবন্ধ উপন্যাস প্রভৃতির বিষয়ের মতো কবিতাও যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে তা অনস্বীকার্য।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটি আমার দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। কাব্যগ্রন্থটির কিছু কিছু কবিতার মধ্যে বর্তমান সমাজচিত্রের কিছু প্রতিফলন আছে। অমানবিক এবং নীতিবিরুদ্ধ কিছু ঘটনা যা মনকে একান্তভাবে নাড়া দেয় তারও ইঙ্গিত আছে।

কাব্যগ্রন্থটি সুধী পাঠকমহলে গৃহীত এবং সমাদৃত হলে উৎসাহিত বোধ করি।

সূচি

কিছুক্ষণ

সন্ধ্যার অরগুণ্ঠিত ধূসর গোধূলিতে
ধু ধু এই প্রান্তর সীমায় দাঁড়িয়ে,
তোমার বিচিত্র চিত্রের
উন্মোচন প্রত্যক্ষ করতে চাই,
তোমার সান্নিধ্য পেতে চাই।
আজও, এখনও কিছুক্ষণ।
তোমার অমৃতবাণীর সপ্রেম স্পর্শে
অনাবিল অব্যক্ত অনুভূতিতে,
অভিভূত হতাম, অভিষিক্ত হতাম।
আজ দৃশ্যান্তরের যন্ত্রণায়
অশান্ত অস্থির আমি।
অবসরের অবসাদে তাই,
তোমাকে ফিরে পেতে চাই;
আজও এখনও-কিছুক্ষণ।
জানি—পরিত্যক্ত তোমার —
পূজার বেদী; হতশ্রী, উপচারহীন।
বিশৃঙ্খল যান্ত্রিক কোলাহলে,
তোমার আবাহনের সুর বাজে না।
বিস্রস্ত, বিধ্বস্ত-সৌন্দর্য তোমার;
যুগ-যন্ত্রণায়, বিমূর্ত প্রশ্নচিহ্নের মতো।
তুমি কি ফিরে আসবে না,
আবার কিছুক্ষণের জন্য?

নজরুল-স্মরণে

চির চঞ্চল দুরন্ত দুর্জয়
প্রতিবাদে তুমি মূর্ত প্রতীক,
বিদ্রোহী বিস্ময়।
আঘাতের পর আঘাত সহিয়া,
ধুলায় লুটালো যারা,
বজ্রবাণীর আশ্বাসে তব;
প্রাণ ফিরে পেল তারা।
সংগ্রামে তুমি দুর্দম অস্থির,
অগ্নিবীণার দুর্জয় বীর,
ধর্ম জাতির কলরোল মিছে,
ফুৎকারে ছুঁড়ে ফেলে দিলে নীচে।
কম্বুকণ্ঠে গেয়ে গেলে তাই,
মানুষের জয়গান।
দিকে দিকে তুমি জাগাইলে কবি
দুঃসাহসের বান।
মূক মুখে দিলে ভাষা নব নব,
উড়ালে ঝঞ্ঝা উদ্দাম অভিনব।
ব্যথায় দীর্ণ বিরহের বাণী
কাব্যে ও গানে ওঠে রণরণি;
মানুষের কবি চিরায়ত ছবি,
রবে মানুষের মনে।
নতশিরে সদা প্রণমি তোমায়
জনমের শুভক্ষণে।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে

তুমি কি আজও আছো,
আগে যেমন ছিলে?
এখনও কি তোমার কথা ভাবি,
সেদিন যেমন ভাবতুম?
আজও তোমার সঙ্গীতধারায়
দোলা লাগে মনে,
ভালো লাগে।
সে কি ভালো লাগাই শুধু?
মালা চন্দনে তোমার অভিনন্দন হয়,
তোমারই সঙ্গীতে বন্দিত হও তুমি।
তবুও সংশয় জাগে,
তোমার পূজার বেদি কি
আজও চিরায়ত সৌন্দর্যে ভাস্বর?
তোমার শুভ জন্ম-লগ্ন
উদ্বোধিত হয় সমারোহে।
তবু কিন্তু যেমন করে চাই
পাই না মনে-প্রাণে!
তাই কেবলই ভাবি,
তুমি আছো কি আজও?
না তুমি, কেবলই ছবি?

শুধু দেওয়া

তোমার কবোষ্ণ স্পর্শে,
ভালোবাসা।
খুঁজে পেলাম নিজেকে,
আর একবার।
শান্ত সমাহিত সৌন্দর্যে—
তোমার, রূপ দেখলাম
নতুন করে;
একান্ত সংগোপনে।
দূর বনানীর বিষণ্ণ বাতাসে
তোমার স্পর্শে,
আবিষ্ট হলাম।
কূলপ্লাবী তটিনীর মতো
চিরচঞ্চল অন্তর
হয়েছে উধাও,
দূর হতে দূরান্তরে।
বন্ধনের বাঁধ ভেঙে
উন্মত্ত জলস্রোত
ছুটে যায়,
আপন খেয়ালে।
সর্বনাশা এই ভালোবাসা
নীরবে নিরন্ধ্র গভীরে,
দিতে চায় শুধু,
চায় নাকো ফিরে।

চিরদিন তুমি

১

এসেছিলে অকস্মাৎ কিছু বার্তা নিয়ে
আচম্বিতে চলে গেলে মর্মব্যথা দিয়ে।
রেখে গেলে ছন্দোবদ্ধ মধুময় বাণী,
প্রেরণার উৎস হয়ে রবে তাহা জানি।

২

কাব্য আর সঙ্গীতের পাদপীঠ তল,
ভূমালোকে চিরদিন—রহিবে উচ্ছ্বল।
রসসিক্ত মধুক্ষরা কবিতার সুর
কালজয়ী রূপে সদা বাজিবে মধুর।

৩

সাহিত্যে বিতানে তব মুক্ত বিচরণ
পুষ্পে পুষ্পে করেছিলে মধু আহরণ।
হৃদয় সুরভি সব দিয়েছ ছড়ায়ে—
অন্তরের অন্তঃস্থলে রবে তা জড়ায়ে।

৪

কৌমার্যের কঠোর ব্রত করেছ পালন,
জীবন রহস্য খোঁজে লেখনী ধারণ।
কবিতার ছত্রে ছত্রে প্রচ্ছন্ন জিজ্ঞাসা
মূর্ত হল নারীরূপ প্রেম ভালোবাসা।

৫

সাধনার বেদিমূলে স্বচ্ছন্দ বিহার;
সরল জীবন আর হৃদয় উদার,
স্থায়ী চিহ্ন রেখে গেলে সুধীজন মনে
বাঁধিলে সবারে তুমি প্রীতির বন্ধনে।

৬

খেলা শেষ নাহি হতে থেমে গেছে খেলা
ঘনাইল মহারাত্রি অপরাহ্ন বেলা
অমৃতের পুত্র তুমি মৃত্যুহীন প্রাণ,
চিরদিন রবে তুমি স্মৃতিতে অম্লান।

রবিরশ্মি

মহাসাগরের ঔদার্যের মতো তুমি পরিব্যাপ্ত
সর্বকালে সারা বিশ্বে।
মৃত্তিকার গর্ভে, উজ্জ্বল আকাশের নীলে
তোমার অবাধ বিচরণ,
রত্ন-সম্ভারের খোঁজে।
অনেক মণিমুক্তা সংগ্রহ করেছ,
সমৃদ্ধ করেছ, বিশ্বের রত্নভাণ্ডার।
রবিরশ্মির মতোই অমৃতবাণী তোমার
অভিনন্দিত হল।
দেশ-কালের সীমানা পেরিয়ে
স্নিগ্ধ সঙ্গীত ধারা তোমার,
পরিস্নাত করল অমৃত নিকেতন।

নতুন সূর্য

জেগে আছি অতন্দ্র প্রতীক্ষায়
দূর দিগন্তে তারারাও জেগে আছে
আজও, বিগত দিনের মতো।
স্তব্ধ নিঝুম ঘন অন্ধকার রাতে,
কেঁদে মরে রাত-জাগা পাখি।
মধ্যরাতের শিথিল বাতাস,
বেদনার দীর্ঘশ্বাস ফেলে।
কবে কোন্ আদিম প্রত্যুষে,
প্রথম সূর্যোদয়-ক্ষণ।
একটু একটু করে, আলো আর তাপে
নীরব প্রকৃতির কণ্ঠে দিল, ভাষা।
তারপর পথক্লান্ত পথিকের মতো,
মরা চোখে আজও জেগে আছে।
শত শত শহিদের মৃত্যু বেদিমূলে
আছে লেখা রক্তস্নাত ইতিবৃত্ত তার।
অন্ধরাতের বিলম্বিত-ক্ষণ,
কবে হবে অবসান?
বিমূর্ত ক্রন্দন-ধ্বনি স্তব্ধ কবে হবে?
নতুন সূর্য করে দেবে ক্ষয়!
হিমানীর মৃত্যু শীতলতা।
রাত্রির ভয়াল বিভীষিকা,
শেষবার জানাবে বিদায়
আছি প্রতীক্ষায়।

যদি ফিরে আস

পর্বত শিখরে মরু প্রান্তরে
তোমার পদচিহ্ন খুঁজেছি কতদিন।
গোধূলির ম্লান ছায়াঞ্চলে,
অস্তগামী সূর্যের প্রচ্ছায়ায় তোমাকে খুঁজেছি।
উদ্দাম সাগরের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে,
তোমার আর্তনাদ শুনেছি কতবার।
রোদনভরা শ্রাবণ সন্ধ্যায়
মুক্ত বাতায়নে ছিলাম প্রতীক্ষায়,
এতটুকু প্রত্যাশায়।
জনারণ্যেও একান্ত একাকী আমি,
বিক্ষুব্ধ জীবনের ক্লান্ত বাহক,
আজ অবেলায়।
শত শত মহাবাণীর হাহাকারে
চেয়ে আছি শূন্য পানে।
যদি শুনি, আশ্বাসের শেষ বাণী।
সংশয় আর সন্দেহের গুরুভার বয়ে,
ছুটে গেছি অবিরাম, পশ্চাতে তোমার;
জীবন সন্ধানে।
সম্মুখেতে প্রাচীরের অবরোধে
থেমে গেছে গতিবেগ,
অব্যক্ত বেদনায়।
তবু আজও চেয়ে আছি;
দূর নীলিমায়।
যদি ফিরে আস,
কোনো সুপ্রভাতে
জাগাতে-সম্বিৎ।

চির নূতন তুমি

আমার জ্ঞানোন্মেষের সাথে সাথে,
তোমার আসা যাওয়া প্রত্যক্ষ করছি
উচ্ছ্বসিত হচ্ছি, উদ্বেল হচ্ছি চিরদিন।
নির্মেঘ নির্মোকে, মিষ্টি রোদ্দুরে
কাকচক্ষু পদ্মদিঘির সুরভি বাতাসে।
কাশফুলের চামর দোলানো শুভ্র সমাবেশে,
ঝরা শেফালীর স্নিগ্ধ সুবাসে,
তোমার আগমনের বার্তা পাই।
ঘুম ভাঙার সাথে, স্পর্শে তোমার
শিহরন জাগে, দেহে মনে বারবার,
পোশাকে, প্রসাধনে রঙের বাহারে
নূতন সজ্জায় আসছ, আনন্দের উৎস তুমি
তুমি আজও বিবর্ণ, পুরাতন হলে না।
শৈশবকে ফিরে পাই তোমাকে পেয়ে।
প্রতিমার রূপায়ণে উপচারের বৈচিত্র্যে,
বিস্ময়ে বিহ্বল করত সেদিন,
আজও সেই স্মৃতিচারণের আনন্দধারায়
অভিষিক্ত হই, উজ্জীবিত হই।
তবুও রাজ-রাজেশ্বরীর রূপের অপরূপত্বে,
সঙ্গীতের-ধ্বনি মূর্ছনায়,
সেকাল একালের আঙ্গিকে ফারাক বিস্তর।
ভাবি একি বিবর্তন, না সংস্কৃতির পালাবদল?
তবু তোমাকে ফিরে পাই।
চির নূতন তুমি।

উৎসব উধাও

গোধূলির ম্লান সূর্যশিখা
নিয়েছে বিদায়,
সানাইয়ের শেষ রাগিণীতে,
উৎসব উধাও।
শুভ আর অশুভের
রক্তাক্ত সংঘাতে,
শতাব্দীর সকরুণ
নীরব প্রস্থান।
বিপর্যস্ত শুভশক্তি,
পরাজয়ের গ্লানি
সর্বাঙ্গে তাহার।
সর্বনাশের পদধ্বনি,
ভেসে আসে কানে;
মৃত্যুঘণ্টা যেন,
বাজে অবিরাম।
হারায়েছি পথরেখা
অবক্ষয়ের অভিশাপে।
থেমে গেছে,
উৎসবের বাঁশি
উৎসব উধাও।

দৃশ্যান্তর

সুদীর্ঘ পদযাত্রা, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর।
বিচিত্র সৌন্দর্য-সম্ভারের ছোঁয়া,
উজ্জ্বল কখনও আনন্দ উচ্ছ্বাসে,
বেদনায়, বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত কখনও।
এ সবই চলমান্ জীবন সঞ্চয়,
বর্তমানে মিশে আছে বিমিশ্র অতীত;
অনাগত ভবিষ্যৎ রহস্যেতে ঢাকা।
আজ তাই ছায়াবৃতা ম্লান প্রদোষেতে
বারবার ফিরে আসে, স্মৃতির যন্ত্রণায়।
প্রাচীনের-ঘোলা চোখ-শিথিল চরণ,
অকস্মাৎ থেমে যাবে বিহ্বল বিস্ময়ে।
মনে হবে যেন কোনো অজ্ঞাত প্রবাসে,
একান্ত অনিচ্ছায় পৌঁছে গেছি শেষে।
জনারণ্য পথঘাট, বহুতল বাড়ি,
বিবেকবিহীন। শুধু বিজ্ঞানের ছুট্,
ভয় আর হিংস্রতায় হানিবে আঘাত
সর্বনাশা কর্মযজ্ঞ দক্ষযজ্ঞ প্রায়।
প্রেম আর ভালোবাসা অর্থের প্রভাবে;
লজ্জা আর ঘৃণাভরে নিয়েছে বিদায়;
ভূতগ্রস্ত নিরন্ধ্র নিঃসীম আঁধারে।

তবু ভালো লাগে

ভাবনা, এলোমেলো
হারানো দিনের কথা
উঁকি দিল মনে
হঠাৎ! বহুদিন পরে।
দিন বদলের সাথে।
মন কেন বদলায় না আজো,
দিনরাত হিসাব শুধুই,
অঙ্ক তবু মেলে না কেন হায়
হয়তো সেদিনের সব কিছু,
ছিল নাকো খাঁটি, নিখুঁত ভালো।
আজ তো পড়ে না চোখে,
ফেলে আসা নিকানো অঙ্গন
সুসজ্জিত শুভ্র আলপনায়।
পদ্মভরা দিঘির সেই কাকচক্ষু জল,
আম, জাম, জামরুলে ঢাকা,
সবুজের শোভা অপরূপ
দোয়েল, কোয়েল আসিবে না ফিরে আর।
শোনাবে না গান কোনোদিন।
ছবি তবু আঁকা থাক্ মনে,
ব্যথা হোক দুঃখ থাক
স্মৃতি তবু জেগে থাক মনে
অমৃত মধুর।

জনারণ্যে একাকী

অজস্র ফুলের সৌন্দর্যের মিছিলে,
সুরভিত বাতাস বুকে নিয়ে,
অগণিত তারকা খচিত রাত্রির
রহস্য হৃদয়ঙ্গম করে;
অনেকটা পথ তো চলে এলাম।
তোমার দেওয়া আশ্বাসবাণীতে,
কমনীয় তোমার দেহসৌষ্ঠবে
অবাক হতাম, আকৃষ্ট হতাম।
আজ আর তেমন চলতে পারি না,
পদচারণা শিথিল, জীবন আশ্বাসহীন।
তোমার সৌন্দর্যের পবিত্রতা,
বাতাসের বিশুদ্ধতার অনুপস্থিতি,
আমাকে অশান্ত করে, যন্ত্রণা দেয়।
তবে কি এই ছন্নছাড়া বিধ্বস্ত পরিবেশ
এই লালসার আবর্তে হারিয়ে যাওয়া শ্রেয়?
আমি কি খুঁজে পাব নিজেকে,
এই মৃত্যু মিছিলে সামিল হয়ে?
এই সর্বনাশা ক্রমবিকাশের
ভয়াবহ পরিণতি কি কাম্য?
জনারণ্যে আমরা নিতান্ত নিঃসঙ্গ,
একান্ত একাকীত্বে ভুগছি।
অশক্ত আমি সর্বনাশে
আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায়,
যন্ত্রণায় অস্থির হচ্ছি।
আর তিল তিল করে ক্ষয় হচ্ছি।

বৈপরীত্য

অনেকদিন পরে দেখা পেলাম তোমার।
ভালো লাগল খুব।
আবার কষ্টও হল।
রূপের সে স্নিগ্ধতা অনুপস্থিত।
কুঞ্চিত কালো চুলে
শুভ্রতার ছোপ।
চলনে সে চঞ্চলতা,
চাহনিতে চটুলতাও নেই।
মরা নদীর মতোই
স্রোতহীন নিথর।
প্রশ্ন করলাম—
'ভালো আছো তো?'
যদিও জানতুম
উত্তর হবে মামুলি
'চলে যাচ্ছে কিংবা ভালো।'
বহিরঙ্গে তোমার
প্রসাধন, রূপসজ্জায়
খাম্‌তি নেই কোনো।
উৎসবে অনুষ্ঠানে উদ্দাম
তবু কেন সাবলীল নও।
চিন্তায় ভারাক্রান্ত কেন?
কী চাও তুমি?
পথ অবরোধ, বন্‌ধ,
নিরাপত্তাহীনতা,
তোমার স্বাভাবিক গতিকে
অবরুদ্ধ করেছে কি?
মূল্যবোধের অপমৃত্যু
তোমাকে বিহ্বল, বিমূঢ় করেছে কি?
সুস্থ সংস্কৃতির কণ্ঠরোধ
তোমাকে উৎপীড়িত করেছে।
অতীত আর বর্তমানের
বৈপরীত্যে তুমি হতমান, হতবাক্‌।

দিগন্তের সূর্যশিখা

দিনান্তের শেষ রশ্মি
রক্তিম সৌন্দর্যে বিলীন দিগন্তে,
অনন্ত কাল আসা আর যাওয়া,
নিশ্ছিদ্র নিরন্ধ্র হিসাবের মতো।
প্রথম সূর্য জেগেছিল কবে,
কোন্ শুভক্ষণে অভিষেক তার?
অন্তহীন সমুদ্রের গর্জনে
নীলাভ নিঃসীম তমিস্রায়;
হাসিতে অশ্রুতে যুগ যুগান্তরে
বহমান—ইতিহাস তাই
আজও সাক্ষী সভ্যতার।
দেখা হল, শোনা গেল
হাজার বছর ধরে,
প্রগতির রূপান্তর কত।
ধাঁ ধাঁ লাগে তবু বারবার।
এগিয়ে যেতে চাই,
মনে হয় ঘুরে মরি শুধু,
গোলোকধাঁধার ফাঁদে।
সূর্য তবু রোজ ওঠে,
ডুবে যায় প্রতিদিন।
ম্লান গোধূলিতে
রেখে যায় ক্ষণিকের
রক্তিম রশ্মি বিদায়ের ক্ষণে।

অপরিচিত

মাঝে মাঝে মনে হয়
আমি যেন অজ্ঞাত আগন্তুক
পরিচয়হীন অযাচিত বস্তুমাত্র।
যদিও অস্তিত্ব বা নৈকট্য বিচারে,
অপ্রত্যাশিত নয় কোনোদিন।
মনের সাথে সঙঘাত নিয়ত।
প্রেমহীন যন্ত্রণার ছোঁয়া,
শুধুই শীতল সৌজন্যবোধ।
কৌশলের আবরণে ঢাকা
নিথর নিষ্প্রাণ শবাধার যেন।

অভিষেকে তোমার

সীমন্তে সিঁদুর, অলক্ত রাঙা পায়ে
অবগুণ্ঠনবতী 'তোমাকে' হারিয়েছি।
ফ্যাশন-প্যারেড, বিচিত্র আভরণে
অচেনা সৌন্দর্যে তুমি অনন্যা
আগের মতো তাই তোমাকে পাই না।
তুমি মুক্তি চেয়েছ
বন্ধন মুক্তির দাবিতে সোচ্চার
হয়েছ অনেকটাই
ইচ্ছে করে জানতে
সত্যি কি তুমি মুক্ত?
সঙ্ঘাতে নয় সহযোগিতায়
পরাণুকরণ নয়! সত্য সন্ধানে
নবজন্ম তোমার সম্ভব
আমরা সবাই প্রভাবিত হব,
তোমার অভিষেকে সেদিন।

অসঙ্গতি

কিছু প্রয়োজনে, কিংবা আমন্ত্রণে,
যেতে হয় মাঝে মাঝে মহতী সভায়।
সুভাষণ সুসঙ্গীত শুনে বার বার,
অন্তরেতে ঘটে যায় ক্ষণিক উন্মেষ।
বাক্‌পটু সুবক্তারা জয় করে মন;
শ্রোতাদের করতালি স্বাগত জানায়।
সভাশেষ হয়ে গেলে, মঞ্চ হয় ফাঁকা
পড়ে থাকে, স্তব্ধতায় মুখর প্রাঙ্গণ।
জ্ঞানগর্ভ বাক্যছটা—শুনে গেল যারা,
সম্বিতে তাদের কিছু দাগ নিয়ে গেল।
ক্ষণকাল পরে হায়—নির্মম বাস্তবে
হারায় সে রেশটুকু, থাকে নাকো মনে।
বলা আর করার অসঙ্গতির ভিড়ে,
আদর্শের বাণী কাঁদে হতাশার সুরে।
মহামানবেরা আসে যুগ-সন্ধিক্ষণে,
পথ নির্দেশের অমোঘ বাণী করে উচ্চারণ
মানব-কল্যাণ মন্ত্রশিক্ষা দিয়ে যায়
অপমান আর অবজ্ঞাতে দূরে চলে যায়
ক্ষীণ রূপরেখাটুকু পড়ে থাকে শুধু।
আজও তাই পাখি ডাকে, ফুল ফোটে,
শিশু খেলা করে
জেগে থাকি নির্নিমেষে, নতুন প্রত্যাশায়।

অন্য কিছু নয়

এখন আর অন্য কিছু নয়
চাঁদ নয়, গানও নয়
শুধুই ছুটে মরা
যতক্ষণ পারি।
এখন অন্য কিছু নয়
দেশ নয়, নয় ত্যাগ
শুধু পেতে চাওয়া,
দিতে কিছু নয়।
এখন অন্য কিছু নয়
অবিরাম হিসাব কেবল
এখন আর অন্য কিছু নয়,
লক্ষ্যহীন পথিকের মতো
ছুটে যাওয়া মরীচিকা পিছে
মরণের আহ্বানে।

নবারুণ

কী হবে এই লৌহ কারাগারে,
কয়েদির মতো বেঁচে?
কী লাভ এই বন্ধ খাঁচার বন্দী জীবনে?
ভেবে দেখ, ঐ মুক্তি মিছিলে,
সামিল হতে পার কিনা।
বদ্ধ ক্লিন্ন জলাভূমির ভ্যাপ্‌সা দুর্গন্ধে,
হিমশীতল লক্ষ শবের বীভৎসতায়,
জীবন-যন্ত্রণার গ্লানি বয়ে,
নিঃশেষ হয়ে কী লাভ?
তুমি তা চাওনি কোনোদিন,
কিংবা আজও চাও না।
হিমানী রাতের হিম-কম্পন,
শেষ হবে কিনা;
বোঝা যাবে না;
যদি মুক্তি না চাও মনে-প্রাণে।
লক্ষ শহিদের নামে
শপথ নাও।
বসন্তের দিন ফিরবেই,
লাল পলাশের সম্ভারে,
শিমুলের রঙের বাহারে।
সেই সৌন্দর্য নবারুণ আলোকধারায়,
প্লাবিত হবে।
নতুন প্রজন্ম পরিস্নাত হবে
রক্তিম লালিমায়।

একবিংশ শতাব্দীর প্রত্যুষে

এখন তো দিন বদলের পালা!
একবিংশ শতকের দ্বারপ্রান্তে
জ্ঞান-বিজ্ঞানের দারুণ উন্মেষে,
দুরন্ত প্রগতির বন্যায় ভাসছি।
আমার পরিচিতি অস্বীকার করে
আমার একান্ত সান্নিধ্যেতে,
তুমি দেখেও দেখলে না,
অজ্ঞাত আগন্তুকের মতো।
কারণ তুমি নিজেকে নিয়ে আত্মমগ্ন
অবকাশ নেই দেখার আমাকে
তবে কি একাই পৌঁছে যাবে,
একবিংশ শতাব্দীর আকাঙ্ক্ষিত প্রত্যুষে?

আত্মহনন

রক্তের রং লাল
তোমার আমার সবার
জল, বাতাস অপরিহার্য
একান্ত আপন।
ভোরের নতুন আলো
পাখিদের কল-কাকলি
উদ্বেল করে সকলকেই।
তবুও রক্ত ঝরাই অবিরাম
লুণ্ঠন করি জল আর বাতাসকেই
অবরোধ করি সূর্যালোক
স্তব্ধ করি বহমান নদী,
প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ অবদান,
প্রাগৈতিহাসিক হিংস্রতায়,
অপমৃত্যু সভ্যতার।

প্রতীক্ষায়

এখানে এখনও শুধু
নীল আকাশের বুকে
জেগে আছে মরা চাঁদ,
বিদ্রূপের মতো।
বিষণ্ন শ্রাবণ দিনে
সলাজ রোদের ছোঁয়া
দ্বিধাভরে উঁকি দেয়,
অবগুণ্ঠনে ঢাকা।
সুদূর দিগন্ত থেকে
হাওয়া এলোমেলো
ফেলে দিতে চায়,
নির্মম আক্রোশে।
অতীতের পত্র লেখা
স্মৃতিপটে ভেসে আসে
দীপশিখা অনির্বাণ।
নিশ্চল প্রশ্নচিহ্ন যেন।
অশান্ত অবকাশে,
একান্ত একাকী
দিন যায় প্রতীক্ষায়।

অনড় পৃথিবী

ভোর হয় পাখি ডাকে
নতুন আশ্বাস ভাসে,
প্রাচীন অনড় পৃথিবীর বুকে।
সরীসৃপের মতো বুকে হাঁটা
বিপন্ন মানুষের ভিড়ে
পর্যুদস্ত জীবনের বোঝা বয়ে
বেঁচে মরে থাকা মানুষেরা জাগে।
অবসরের অবসন্ন বেলায়
বসে থাকে নীরব নিথর,
ম্লান প্রদীপশিখার মতো।

ভৌতিক বিস্ময়ে দেখা
সভ্যতার নির্বাক অন্তর্জলি
নিদ্রাহীন খোলা চোখে।

বিবর্ণ বিধ্বস্ত মূর্তি শুধু
পড়ে আছে প্রাণটুকু নিয়ে
সীমাহীন নৈরাজ্যের মাঝে
অনন্ত অবজ্ঞায়।

শেষ কোথা

অসংখ্য মানুষের ভিড়ে,
উৎসব উদ্দাম।
সংস্কৃতির রমরমা
তবু কেন এত ব্যবধান,
তোমাতে-আমাতে?
গাম্ভীর্যের কালো মেঘে
ঢেকে আছে মুখ?
কাছে থেকে তবু
কেন দূরে চলে যাও
অজানা অন্ধকারে?
চলে যেতে চাও,
অশান্ত প্রত্যাশায়?
সীমাহীন চলা
পথের শেষ কোথা,
জানা নেই কারো
বিবেকের অন্তর্জলি
আত্মহনন শুধু
বিচিত্র বিকাশ।

নকল সবই

সর্বত্র মানুষের ভিড়
সব্বাই ব্যস্ত, ছুটছে।
ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে।
পড়ছে, উঠছে আবার।
শীতের দিন—সাজের বাহার
মরসুমি ফুলের সমারোহ,
সৌন্দর্যের পসরা মনোরম,
কিন্তু, হাসি প্রাণখোলা,
নেই কেন জানি না।
মনে হয় কষ্টকল্পিত,
সবই কৃত্রিম রূপায়ণ,
খুঁজি সর্বত্র, পাই না।
দীর্ঘশ্বাস, হাহুতাশ,
ফিরে আসি হতবাক্
সত্য অনুপস্থিত।

অনুভবে শুধু

আজ কোনো কথা নয়
হৃদয়-স্পন্দন শুধু
উৎকর্ণ আগ্রহে শোনা
ঝরঝর বর্ষণের গান,
বাদল বাতাসে মিশে
সময়ের ক্ষণ গোনা,
পুরাতন ব্যথা যত,
হৃদয়ের অনুগত,
অশ্রুভরা আকাশেতে
হয়েছে উধাও।
সেদিনের অনুভব,
অন্তহীন যন্ত্রণায়
আজ কেন গুমরায়?
শিথিল বাতাস এসে,
দিয়ে যায় হারানো খবর।
ভেজা ভেজা পাতাগুলো
হাত নেড়ে ডাক দেয়
দিয়ে যায় শুধু ভালোবাসা।

বর্ষা এলো

বর্ষা এলো, আকাশ ঘন কালো
মনের গভীরে বর্ষা নামল।
ফেলে আসা দিনগুলো,
ফিরে এলো একে একে
শন্‌শন্‌ ঝড়, বৃষ্টি অবিরাম,
বুড়ো বটগাছটা পাখিদের আশ্রয়;
মুছে গেল তাও।
নতুন বাসার খোঁজে,
উড়ে গেল তারা, দিগন্ত ছাড়িয়ে,
দূর প্রবাসে কোনো!
জল থৈ থৈ মাঠ পেরিয়ে,
আবছা গোধূলি ছায়ায়,
যেখানে নিদ্রাহীন রাতে
কৃষকের বধূ থাকে প্রতীক্ষায়
বৃষ্টিহীন কোনো উজ্জ্বল সকালের।

পূর্ণিমার গোধূলিতে

সেদিনের ছায়াঘন গোধূলি সন্ধ্যায়,
দেখেছি তোমাকে গঙ্গা
অবাক বিস্ময়ে।
তুমি চেনা শুধু নও,
একান্ত আপন চিরদিন।
প্রসারিত দুকূল প্লাবিয়া
নীরবে নিরন্তর বহমান নদী,
কোন্ সে অজ্ঞাত প্রবাসেতে ধাও?
অভিমানভরে, শ্রাবণ সন্ধ্যায়!
জলভরা মেঘেদের মেলা
ভেসে যায় দূর হতে বহুদূরে।
অকস্মাৎ পূর্ণচাঁদ উঁকি দিল
বর্ণালী স্বর্ণাভ অবগুণ্ঠন খুলে
বিষণ্ণ সজল নির্মোকের বুকে,
বিস্তারিয়া নদীবক্ষে সুবর্ণ অঞ্চল।
স্বর্ণময় আল্‌পনা সর্বাঙ্গে তোমার;
দেখিলাম শুচি-শুভ্র নব উন্মোচন।

স্বাগত শরৎ

স্বর্ণাভ রোদ্দুরে সুদূর আকাশের নীলে
তোমার সাড়া জাগানো ঘুম ভাঙানো
পদধ্বনিতে সচকিত হই।
মাটির আঁচলে অজস্র শিউলির মেলা।
চামর দোলানো কাশফুলের শুভ্রতায়,
তোমাকে খুঁজে পাই অকস্মাৎ।
নীল নীল আকাশের প্রান্তসীমায়,
ছেঁড়া মেঘেদের ভেলায় চেপে
নিঃসঙ্গ শঙ্খচিল কোনো,
ছুঁতে চায় উদাস আকাশ
বুক ভরে নিতে চায়; স্বস্তির নিশ্বাস।
নির্নিমেষে চাওয়া শুধু অনন্ত দিগন্তে
তোমার আবির্ভাবকে অভিনন্দিত করতে।

বেথুয়াডহরী

বিস্ময় আর আনন্দে
প্রথম প্রেমের মতো
তোমার স্পর্শে রোমাঞ্চিত হলাম
অজ্ঞাত বা অখ্যাত পুষ্পের সুবাসে
তোমার কণ্ঠলগ্ন হলাম অন্তরঙ্গতায়
শান্ত দুপুরের নীরবতা অভিভূত করল
চেনা-অচেনা বিহঙ্গের কলকাকলি
ছায়াবৃতা বনানীর মৃদু বাতাসে,
যেন সম্মোহিত হলাম, হারিয়ে গেলাম
কিছুক্ষণের জন্য, জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হলাম
মোহময় বেথুয়াডহরী অভয়ারণ্যে।

বাদল দিনে

১

ভ্রমর কালো এলো চুলে
বিজলি ঝিলিক খেলে
দুষ্টু মেয়ে মিষ্টি চোখে
কাজল পরেছে।
হঠাৎ যেন কিছুর টানে
মাতন লেগেছে।

২

শনশনিয়ে পাগল হাওয়া
মনপ্রাণ হারিয়ে যাওয়া,
কোন্ উদাসী আকাশপানে
উধাও ছুটেছে,
মহাকালের বজ্রবিষাণ প্রলয় এনেছে

৩

বৃষ্টিঝরা বাদল দিনে,
সবই বৃথা, তুমি বিনে;
ছন্দহারা—মরমে মোর
রোদন নেমেছে,
রিক্ত হৃদয় দূর আকাশে, হারিয়ে গিয়েছে।

বাদলে

সারাদিন ঝিরঝিরে বৃষ্টি
ম্লান রোদ্দুর হয়েছে উধাও
হতাশায়, কে জানে কোথায়।
গতকাল রাতের আঁধার চিরে
অকস্মাৎ উঁকি দিয়ে
হয়েছে বিদায় চাঁদ।
শন্ শন্ জোলো হাওয়া
শ্বাস ফেলে যায়, মনের গভীরে।
দূরে দূরে কদম্ব বকুলের ডালে
ঝরে পড়ে ফুল
মন উতরোল বাদলের দিনে।

হারানো সেদিন

বহুকাল আগে, কোনো এক
ফেলে আসা হিমেল সকালে,
ভাঁটা পড়া নদীতীরে
মুক্তঝরা ঘাসের আঁচলে ঢাকা
রাশি রাশি শেফালী সজ্জায়
হারানো কিশোরী কোনো
চেনা চেনা অপরূপ রূপে
ফিরে এলো, চুপিসাড়ে
মনের দুয়ারে।
ভাগীরথী আজও বহে
সেদিনেরই মতো।
জেলেদের নৌকাগুলো
কোথায় হারালো
বক, আর ডাহুকেরা
কোন্ দেশে গেল?
বট আর অশ্বত্থের গাছ, সারি সারি
কালবৈশাখী ঝড়ে হত,
উথাল-পাথাল।
উধাও হয়েছে তারা
কালের কবলে।
এত জন-কোলাহল
ছিল নাকো বটে,
অফুরন্ত শান্তি ছিল,
শান্ত নদীতটে।
গাদা করা উলুখড়
রাখা হত তীরে
তাই দিয়ে ব্যাপারীর
বেচাকেনা তরে।
দেশ-ভাগ হয়ে গেল,
নৌকা গেল ফিরে
সুখ-স্মৃতি রয়ে গেছে
মনের গভীরে।

স্বপ্নের মৃত্যু

স্বপ্ন দেখা দিনগুলো আজো পড়ে মনে
মরা চাঁদ জেগে আছে তারাদের সনে
নানা রং লাল নীল সবুজ সুন্দর
আমি যেন ছুঁতে চাই তাদের অন্তর।
ছুটে ছুটে অবিরাম অন্ধকার রাতে
দিক্‌চিহ্ন হারাতাম অজ্ঞাত কোন্ পথে
স্বপনের পশ্চাতে বৃথা ছুটে যাওয়া
স্বপ্ন শুধু নয়, মরীচিকা মায়া।
আজ আর সে স্বপ্ন, আসে নাকো ঘুমে।
অন্তহীন আঁধার রাতে ডুবে গেছে তারা।
ডানে, বামে আর সমুখে পশ্চাতে,
ধাঁধা লাগা আলোকের বিদ্যুৎ ঝলক,
বিচিত্র সে স্বপ্নগুলো মরে গেছে কবে।
বীভৎস ঝড়ের বেগে হয় আলোড়ন
প্রাণহীন পড়ে আছে স্বপ্ন অগণন ।

এখনও আদিম

সৃষ্টির প্রথম প্রত্যুষে
আদিম জিঘাংসা নিয়ে তুমি এলে।
জড়বুদ্ধি স্বার্থান্ধ সঙ্কীর্ণতায়
তোমার আবির্ভাব কলঙ্কে মলিন।
বাঁচার তাগিদে উন্মেষ হল তোমার,
প্রকৃতিকে স্ববশে আনার প্রয়াসে
তোমার নিষ্ঠা সুসভ্য করল তোমাকে।
মাটির সীমারেখা ছেড়ে
সুদূর মহাকাশ পারে
তোমার জয়যাত্রার গতি অব্যাহত।
জলে স্থলে আর আকাশে উড়ল
বিজয় কেতন তোমার সগৌরবে।
তবু তুমি সভ্য নও
ভীরু, কাপুরুষ তুমি,
হিংসা আর জিঘাংসার দাস।
প্রকৃতির সাথে বিপুল সংগ্রামে
ওষ্ঠাগত হল প্রাণ।
স্বপ্রকৃতি তবু অপরাজেয়।
হিংসা আর জিঘাংসা সতত উদ্দাম
পাশবিক, এই সভ্যতা,
স্থাণু হয়ে পড়ে আছে
আজও তাই তার আদিম প্রকৃতি।

যদি পাই

এখানেই তুমি মিলেমিশে ছিলে
ভালো লেগেছিল এই পরিবেশকে।
তোমার মালঞ্চের ফুলগুলি
বর্ণে গন্ধে মিশে আছে আজো
সবখানে সব দৃশ্যপটে,
মানুষের হাসিতে, অশ্রুতে,
প্রেমে, বিচ্ছেদে যন্ত্রণায়,
তুমি ছিলে, আছ থাকবে।
কালবৈশাখী ঝড়ের আর্তনাদে
তোমার উদাত্ত আহ্বান আজও শুনি
সচেতন কিংবা অবচেতন মনে
নিথর নীরব কান্নায়
আমার ঘুম ভেঙে যায়।
উজ্জীবিত হই তোমার বাণীতে আজও।
দিনান্তের দূর নীলিমায় চেয়ে থাকি
শবরীর প্রতীক্ষায়, যুগ যুগ ধরে।
মনে প্রাণে যদি পাই ফিরে।

মরীচিকা

তোমার পরিচয়ের সূত্র
আজও অজ্ঞাত।
আহ্বানবাণী তোমার
আজও দুর্বোধ্য।
প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি
পথসঙ্গী আমার।
কী চাই, কেন চাই
সদুত্তর নেই কোনো।
পথ নির্দেশের পতাকা হাতে
অচঞ্চল তুমি।
রঙিন আকর্ষণীয়,
তার রূপ আর রং।
কিন্তু আজও তুমি
নাগালের বাইরে, মরীচিকা।

উৎস আনন্দের

তুমি বলেছিলে হারাবে না,
সূর্যের মতো স্থির, ভাস্বর হবে।
হবে ধ্রুবতারার মতো
নীরব, নিশ্চল।
মনে ধরেনি,
বিশ্বাসও হয়নি সে কথা।
চিন্তার ছিল না অবকাশ।
তাৎক্ষণিক সুখ ছিল, ছিল মনে,
সেদিনের ভবিষ্যৎ
আজকের বর্তমানের নিরিখে,
মর্মবেদনার।
আনন্দের উষ্ণতায়,
তাই মনে হয়
ভাবীকাল নয়, বর্তমানও নয়।
অতীতই উৎস আনন্দের।
স্মৃতিচারণেই
আমার সবটুকু পাওয়া।

স্বপ্ন

১

রঙিন আমার স্বপ্ন ছিল, মনের গহনে
তোমার রূপে নয়ন জুড়াব।
অসীম তোমার প্রেমের বাণী, আবার ভুবনে,
গানের সুরে হৃদয় ভরাব।

২

আঁধার রাতে যখন আমার হারিয়ে যাবে মন
নিরাশাতেও তোমায় খুঁজিব।
তোমার স্নিগ্ধ ছায়ায়, মোর পুরিবে মনোরথ
সকল ব্যথা তোমায় সঁপিব

প্রার্থনা

ওমা কালী মহাকালী
মুছে দাও মা মনের কালি।
নিরানন্দ হৃদয়ে মোর,
আনন্দ প্রদীপ দাও মা জ্বালি।

মায়া, মোহ অহঙ্কারে
ঘুরছি মাগো অন্ধকারে
অশান্তি অনলে মাগো
দিবারাত্রি মরছি জ্বলি।

সংসার যে বদ্ধ কারা
আর সহিতে পারি না তারা
রাতুল চরণ মাঝে
ঠাঁই দিও মা রূপ-দুলালী
দৃষ্টি দিও মা দৃষ্টিহীনে
আসল রূপ লই মা চিনে।

কালো তুমি নও মা জানি,
এযে আমার মনের কালি
ভুবন মোহন রূপে তোমার
সব যাতনা না যাই মা ভুলি।

প্রত্যাশায়

এখানে এখনও শুধু
ধু ধু করা আকাশের বুকে
জেগে আছে মরা চাঁদ
বিদ্রূপের মতো

বিষণ্ন সকালে শুধু
ফিকে রোদ উঁকি দেয়
পাখিরাও ডাক দেয়
অবজ্ঞার সুরে।

সুদূর দিগন্ত থেকে
ঝোড়ো হাওয়া ছুটে এসে
আঘাত করিতে চায়
অশান্ত আক্রোশে।

অতীতের পত্রগুচ্ছ
স্মৃতিভারে ফিরে আসে
ভাষাহীন জিজ্ঞাসার মতো
গোধূলির অবকাশে।

সীমাহীন একাকীত্ব,
নিদ্রাহীন তন্দ্রাহীন
বেঁচে মরে আছি
অধীর প্রতীক্ষায়।

কেবা আমি
কতটুকু প্রয়োজন তাঁর
জেগে থাকি প্রত্যাশায়,
সাড়া যদি পাই।

প্রশ্ন

জীবন আমার যেন খরস্রোতা নদীর মতো
সাগরের বুকে ছুটে যায় অবিরাম
দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায়। সম্মুখে তাহার
পর্বত কন্দর, অরণ্যের বাধা শত শত,
স্তব্ধ করে দিতে চায় গতি, অজ্ঞাত প্রত্যাশায়।
আসক্তির অগ্নিশিখা অশান্ত হৃদয়ে
জ্বালিতেছে তীব্র জ্বালা।
দুরন্ত বিক্ষোভ শুধু ঘিরে আছে,
সর্বক্ষণ, দেহে আর মনে।
প্রকৃতির কুঞ্জে কুঞ্জে
নিত্য নব নিমন্ত্রণ পাঠাইতেছ মোরে
কভু বর্ণে সৌরভে কখনও।
সাড়া দিতে চাই তোমার আহ্বানে
জানি না ফিরে কেন আসি ব্যর্থ শূন্যতায়।

তুমি আসবে

গভীর রাতের অন্ধকার,
পথরেখা ডুবে গেছে।
জেগে আছি, তবু
একান্ত অস্থির উৎকর্ণ।
ক্রন্দসী রাত্রির যন্ত্রণা,
মিশে আছে সুদূরের মেঘে
পুঞ্জীভূত ভয়াল আঁধার
নৈরাশ্য নিষ্ঠুর।
আশা তবু জেগে আছে
অশ্রুসজল চোখে।
ঐ মেঘ জলধারা হয়ে
ধুয়ে দেবে একদিন
জ্বালা দুনির্বার।
জানি তুমি আসবে সেইদিন
মুছে দেবে মৃত্যু অভিশাপে।
পথশ্রান্ত, নিশ্চল জীবন
পথ খুঁজে পাবে।
সূর্যোদয় সাথে।

কে তুমি

কে তুমি অবগুণ্ঠনবতী
কুণ্ঠিতা ব্রীড়ানতা গজগামিনী?
পদক্ষেপে তোমার বিদ্যুৎ শিহরন কই
অপাঙ্গে কৌমুদী বিচ্ছুরণ?
হে ছায়াবৃতা তোমার ছায়াঞ্চলে,
আবৃত করো, নিরস্ত করো আমাকে!
দ্বিপ্রহরের অলসতা বিলীন অপরাহ্ণ বেলায়,
দৈনন্দিন জীবনের পালাবদল হয়,
আমি কাজ করি, উঠি বসি আরও কত কী
রাত আসে ধীরে, নিঃসীম অন্ধকারে।
অবগুণ্ঠিতা তুমি এলে রহস্যময়ী,
ঢলে পড়ি তন্দ্রাভরে অজ্ঞাতে আমার।
দিনপঞ্জির লেখা হয় অপসৃত।
সুখদুঃখ সবকিছুর ছুটি হয়,
হে চিন্ময়ী, তোমার অভিষেকের প্রত্যাশায়
ডুবে যাই ঘুম-ঘোরে
আশা নিয়ে জাগিবার নতুন প্রভাতে।

জীবন

নির্দিষ্ট গন্তব্য ছিল না
তবু চলতে হয়েছে। চলেছি।
ঊর্ধ্বে অসীম আকাশ,
ধূসর পথরেখা নীচে।
শ্যামল প্রান্তর বিস্তৃত,
উত্তুঙ্গ পর্বত কোথাও।
খরস্রোতা নদী কোনো
ছুটে যায় সাগরের বুকে।
ভয় কিংবা সঙ্কোচেতে,
পথরোধ হয়েছিল বারবার।
দুর্দম আশার তাড়নায়,
পথশ্রম শুধু ক্লান্তিহীন।
ক্ষান্তি নেই শ্রান্তি নেই
দূর হতে দূরান্তরে
ভালো লাগা শতবার
ভালোবাসা রূপান্তর
বিপর্যস্ত, বিস্ময়ে বিমূঢ়।
আজও ছুটে যাই
দূর হতে বহুদূরে,
জীবনের সাথে।
মরা নদীর ব্যাকুল আহ্বানে
'কোথা সে বিহঙ্গ মোর।'